প্রথম আলো

তারিখ 02 NOV 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

রাজধানীর ২৪ স্কুলের ৫২২ শিক্ষককে বদলির সুপারিশ দুদকের

বছরের পর বছর একই স্কুলে থেকে কোচিং-বাণিজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

রাজধানীর ২৪টি সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের ৫২২ জন শিক্ষক ১০ বছর থেকে সর্বোচ্চ ৩৩ বছর পর্যন্ত একই বিদ্যালয়ে কর্মরত রয়েছেন। তাঁদের অনেকে কোচিং বা প্রাইভেট-বাণিজ্যের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের অনৈতিক সুবিধা দিয়ে বছরের পর বছর ঢাকার একই বিদ্যালয়ে অবস্থান করছেন।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) এক অনুসন্ধান প্রতিবেদনে এই চিত্র তুলে ধরে বলা হয়, একই কর্মস্থলে বছরের পর বছর থাকার ফলে ওই সব শিক্ষক প্রাইভেট পড়ানোর নামে কোচিং-বাণিজ্য গড়ে তুলেছেন। তাঁরা এমন পরিস্থিতি তৈরি করেছেন, যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাইভেট পড়তে বাধ্য হয়। তাঁদের অধিকাংশ শিক্ষক পাঠদানে মনোযোগী না হয়ে প্রাইভেট পড়ানোর কাজেই বেশি ব্যস্ত। কিন্তু সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী তাঁদের বদলি করা হচ্ছে না। এই বদলি না হওয়ার মূলে রয়েছে চাপ প্রয়োগ, তদবির ও অর্থনৈতিক আর্থিক লেনদেন।

গতকাল বুধবার এ-সংক্রান্ত অনুসন্ধান দল প্রতিবেদনটি দুদকে জমা দিয়েছে। দুদকের একজন কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* এ তথ্য জানিয়েছেন। প্রতিবেদনে ১০ বা তার অধিক সময় ধরে যেসব শিক্ষক একই প্রতিষ্ঠানে রয়েছেন, তাঁদের বিভাগের বাইরে বদলি করার সুপারিশ করেছে। এ ছাড়া ৫ বছরের বেশি সময় ধরে থাকা শিক্ষকদের ঢাকা মহানগর এলাকার বাইরে বদলি এবং তিন বছরের বেশি সময় ধরে একই প্রতিষ্ঠানে থাকা শিক্ষকদের অন্যত্র বদলির সুপারিশ করা হয়। সরকারি নীতিমালা মোতাবেক একই কর্মস্থলে ৩ বছরের অধিক সময় হলে অন্যত্র বদলি করার নির্দেশনা রয়েছে।

জানতে চাইলে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) মহাপরিচালক এস এম ওয়াহিদুজ্জামান গতকাল *প্রথম আলোকে* বলেন, এখনো তাঁরা প্রতিবেদনটি পাননি। তবে প্রতিবেদন পেলে শিক্ষামন্ত্রী এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের সঙ্গে কথা বলে যে ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া সমীচীন, সেই ধরনের ব্যবস্থাই নেওয়া হবে।

দুদক সূত্রমতে, কমিশনের পরিচালক মীর মো. জয়নুল আবেদীনের নেতৃত্বে ৫ সদস্যের বিশেষ দল অনুসন্ধান করে এই প্রতিবেদন তৈরি করেছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৫২২ জন শিক্ষকের মধ্যে গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুলের ৩২ জন, মোহাম্মদপুর সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের ২৬ জন, ধানমন্ডি গভর্নমেন্ট বয়েজ হাইস্কুলের ১৭ জন, মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়ের ২৪ জন, শেরেবাংলা সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়ের ২৭ জন, সরকারি বিজ্ঞান কলেজ সংযুক্ত হাইস্কুলের ২৫ জন, খিলগাঁও সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের ৩১ জন, তেজগাঁও সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের ২১ জন, গণভবন সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের ২৪ জন, মিরপুর সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের ১৯ জন, ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের ২৯ জন শিক্ষক রয়েছেন। এ ছাড়া নবাবপুর সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের ১৯, নারিন্দা সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের ৩১, আরমানিটোলা সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়ের ২১, ঢাকা গভর্নমেন্ট মুসলিম হাইস্কুলের ৯, ইসলামিয়া সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের ৮, মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের ৩২, বাংলাবাজার সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের ২২, টিকাটুলী কামরুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের ৩০, তেজগাঁও সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের ২৮, শেরেবাংলা সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের ২৪, ধানমন্ডি কামরুন্নেছা সরকারি বিদ্যালয়ের ৭, ধানমন্ডি সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে ৯ এবং নিউ গভর্নমেন্ট গার্লস হাইস্কুলের ৭ জন শিক্ষক রয়েছেন।

দুদকের প্রতিবেদনে বলা হয়, কোনো কোনো বিদ্যালয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ইংরেজি শিক্ষক বা গণিত শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন। আবার কোনো কোনো বিদ্যালয়ে ইংরেজি বা গণিতের শিক্ষকের ঘাটতি রয়েছে। কিন্তু তা সমন্বয় করা হচ্ছে না। এর মূল কারণ হচ্ছে কোচিং-বাণিজ্য ও সিন্ডিকেট।

এ বিষয়ে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও ধানমন্ডি গভ. বয়েজ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ইনছান আলী *প্রথম আলোকে* বলেন, এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার দায়িত্ব মাউশির।